খুনি জিয়াউর রহমান গণতন্ত্রণকে ছিনতাই করেছিল–বিএম মোজাম্মেল হক

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগীয় সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক বলেছেন, বিদেশী শাষকরা বাংলাকে বার বার শাসন ও লুন্ঠন করেছে। বৃটিশ ও তাদের পূর্বের বিদেশীদের শাসন ও শোষণের যাতাকলে বাঙালিরা নির্যাতিত হয়েছে।

এখানকার মানুষের সুখ, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছিলো। এখানকার মানুষের গোলা ভরা ধান থাকতো। গোয়াল ভরা গরু থাকতো। নিরাপদে সুন্দর জীবন যাপন করতো। এই সব আমাদের পূর্বশুরিরা তাদের সেই গৌরব গাঁথাকে হারিয়ে ফেলেছিল। এই বাঙালি জাতীকে নি:স্ব করে ফেলেছিল। এখানকার মানুষ প্রতিনিয়ত দারিদ্রতা অনাহারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এই বাংলা এবং বাংলার সন্তানরা।

তাই শেখ মুজিব অঙ্গীকার করেছিল এই বাংলাকে মুক্ত করে আমাদের ভাগ্যকে প্রতিষ্ঠিত করবো। সেই স্বপ্নকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধু লড়াই ও সংগ্রাম করেছেন। বারবার কারাবরণ করেছেন। জাতীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল উপলক্ষে গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে আয়োজিত বিশাল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগীয় সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক এসব কথা বলেন।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বিশাল সমাবেশে প্রধান উদ্বোধক ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল এমপি।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য পারভীন জামান কল্পনা, গ্লোরিয়া সরকার ঝর্ণা এমপি।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন ও প্রফেসর আব্দুল মান্নান, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সাবেক এমপি

মকবুল হোসেন, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএম মোজাম্মেল হক আরো বলেন, তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা। এই ম্লোগানে ঐক্যবদ্ধ করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ এর নির্বাচনে এই বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর মনোনিত প্রার্থীদের ভোট দিয়ে নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগোরিষ্ঠতা দিয়েছিলেন।

অবশেষে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভোম বাংলাদেশ হবে। যে বাংলাদেশ বাঙালিরা আত্মনিয়ন্ত্রণ করবে এবং সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হবে। ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময় আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এদেশের কৃষক শ্রমিক ক্ষেত মজুর, জেলে, তাঁতী, হিন্দু, মুসলমান, বৈদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্যবদ্ধ হয়ে খালি হাতে বাশের লাঠি নিয়ে রক্ত দিলো।

লক্ষ ছিল আমরা পেট পুরে ভাত খাবো, আমাদের পরনে কাপড় থাকবে, নিজেদের একটি বাসস্থান থাকবে। আমাদের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে। সে লক্ষ নিয়ে আমাদের পুর্বশুরিরা লড়াই করেছেন যুদ্ধ করে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিয়েছেন আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে।

২৫ মার্চের দিবাগত রাতের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বললেন এটিই আমার শেষ ম্যাসেজ। শত্রুর শেষ সৈন্যটি নিশ্চিহৃ না করা পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এই আহবানে সমগ্র জাতি মুক্তযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লো। লড়াই সংগ্রাম করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনলো। বাংলাদেশের মানুষের র্অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক মুক্তি, সামজিক মুক্তি।

সেই মুক্তির লক্ষে যখন কাজ করলেন তখন ৭৫ এর ১৫ আগষ্ট একাত্তরের পরাজিত শক্তি যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিল, আল বদর, আল সামস, যারা পাকিস্থানী হানাদারদের সহযোগীতা করেছিল তাদের দোষররা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলো। এদিকে নব্য পাকিস্থানী দালাল খুনি মুস্তাক ও খুনি জিয়ার উত্থ্যান হলো।

পাকিস্থানের কবর রচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের মুল নীতি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, সেই বাংলাদেশ একটি শোষনমুক্ত বাংলাদেশ খুনি জিয়া

ক্ষমতায় আসার পর সেগুলো পদদলিত করে জাতীয়তাবাদকে বিকৃত করা হলো। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুল্যবোধ সেটিকে বিলুপ্ত করা হয়। গণতন্ত্রকে ছিনতাই করা হলো। খুনি জিয়াউর রহমান গণতন্ত্রণকে ছিনতাই করেছিল।

উর্দি পরে একদিকে জেনারেল, সেনাবাহিনীর প্রধান অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি। ১৯৭৯ সালের মে মাসে না এর বাকস উপুড় করে হা বাকস চিৎ করে রেখে ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের কবর রচনা করলেন জিয়াউর রহমান। ধর্মনিরপেক্ষতা কবর রচনা করে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বানালেন জিয়াউর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর হত্যা ও জাতীয় নেতা হত্যার বিচার করা যাবেনা সেটিকে আইনে পরিণত করে ইন্ডিমেনিটি অধ্যাদেশ চালু করেছিল। সেই থেকে মানবাধিকার হরণ শুরু হয়েছে। আজকে যখন বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তার কন্যা শেখ হাসিনা দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলাদেশে পরিবর্তন এনেছেন।

রাস্তা-ঘাট, পুল ব্রীজ, স্কুল কলেজ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাসহ বড় বড় মেগা প্রকল্প নিয়ে যখন দেশকে উন্নয়ন করছেন। বাংলাদেশ যখন সারা দুনিয়ায় মাথা উঁচু করে দাড়িয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করার জন্য শেখ হাসিনা দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বিভিন্ন ভাতা ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করছেন।

আবার ষড়যন্ত্র করছেন ওই খুনি জিয়াউর রহমানের প্রেতাত্মা বিএনপি স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি আজকে ষড়যন্ত্র করছে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। ক্ষুধা, দারিদ্র, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লড়াইকে স্থব্ধ করতে ওরা আজকে মিথ্যাচার করছে। মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীর আাজকে মিথ্যাচার করছে। তারা আজকে উন্নয়নকে থমকে দিতে জাতীকে বিভ্রান্ত করছে।

জন ভোগান্তি নিরসনে ঝিনাইদহ

কলাবাগান বাসীর স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহ পৌরসভার নাগরিকদের জনজীবন দিনকে দিন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। মানুষ নাগিরক হিসেবে সেবা পাচ্ছে না। পৌর কর ও ট্যক্স পরিশোধ করেও অনুন্নত পরিবেশ মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

শহরের নিয়ন বাতির আলোর নিচে অনেকটা ঘুটঘুটে অন্ধকারের দশা। পৌর এলাকার রাস্তা ঘাট ও ড্রেন নিয়ে মানুষের অভিযোগের অন্ত নেই। সামান্য বৃষ্টি হলে শহরের পাড়া মহল্লা তলিয়ে যায়।

ড্রেনের পানি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কোন ড্রেনেই পানি প্রবাহ নেই। বেশির ভাগ ড্রেন ভেঙ্গেচুরে মুখথুবড়ে পড়েছে। এ অবস্থায় কার কাছে যাবে নাগিরকিরা বুঝে উঠতে পারছে না। প্রায় একযুগ নির্বাচন বিহীন ঝিনাইদহ পৌরসভায় পৌর প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হলেও কাজের কোন গতি নেই।

নগরবাসি অভাব অভিযোগ দেওয়ার জায়গা পাচ্ছেন না। কারণ পৌর প্রশাসক সব সময় অফিসে থাকেন না। কাউন্সিলরদের কাছে গেলে তারা অসহায়াত্বের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন।

ফলে প্রায় পাড়া মহল্লায় দেখা যাচ্ছে নিজ নিজ বাড়ির সামনের রাস্তা নিজেরাই মেরামত করে নিচ্ছেন। কোন কোন এলাকায় পানির নিদারুন সংকট দেখা দিয়েছে।

এদিকে চলাচলের অযোগ্য রাস্তা মেরামতের দাবীতে রোবববার ঝিনাইদহ পৌর এলাকার ৬নং ওয়ার্ডের কলাবাগান এলাকার বাসিন্দারা স্মারকলিপি দিয়েছে ঝিনাইদহ পৌর প্রশাসকের কাছে।

পৌরসভার সচিব নুর মোহাম্মদ প্রশাসকের পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহন করেন। এ সময় সাবেক শিক্ষক তোজাম জোয়ারদার, স্থানীয় কমিশনার প্রার্থী মীর লাভলু, ইসলাম উদ্দীন, সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম লিটন, ব্যবসায়ী দিপু, ওবাইদুর রহমান ও কামরুজ্জামান লিমনসহ এলাকাবাসি উপস্থিত ছিলেন। স্মারকলিপি গ্রহন করে ঝিনাইদহ পৌরসভার সচিব নুর মোহাম্মদ দ্রুতই রাস্তাটি সংস্কারের আশ্বাস দেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আরাফাত রহমান এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন,একটি জেলার সুন্দরতম পরিবেশ সৃষ্টি হয় সেই জেলার আইনশৃঙ্খলা কমিটির বিশেষ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে।

আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন, শহরের যানজট নিরসন, লাইসেন্সবিহীন ওষুধের দোকানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, ভেজাল কসমেটিকস প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, মাদক সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করে দ্রুত বিচার সম্পন্ন এবং চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা, ভ্রাম্যমাণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

এছাড়াও জেলার চোরাচালান প্রতিরোধ সমন্বয় কমিটি, জেলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি, জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, ঔষুধের অনিয়ম প্রতিরোধ সংক্রান্ত জেলা অ্যাকশন কমিটি, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বিপিএম (সেবা),চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, চুয়াডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার শামীম ভূইয়া সহ এসময় বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি প্রধানগণ,, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহনে জেলার বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কোটচাঁদপুরে মায়ের কু- প্রস্তাবের প্রতিবাদ করায় কিশোর ছেলেকে পিটিয়ে জখম

কোটচাঁদপুর পল্লিতে এক বিধবা নারীকে উক্ত্যক্ত ও কু-প্রস্তাবের প্রতিবাদ করায় ছেলেকে পিটিয়ে জখম করেছে একই গ্রামের ইনার আলী নামে দূষ্কৃতিকারি ও তার পরিবার।

গত শনিবার উপজেলার ধোপাবিলা গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় আহত ছেলে সম্রাট (১৪) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ

ঘটনায় রোববার সকালে ভুক্তভোগী ওই নারী কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ধোপাবিলা গ্রামের মৃত ঝন্টুর বিধবা স্ত্রী হোসনে আরা (৩০) এক ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে স্বামীর বসত বাড়িতে বসবাস করছেন।

বিধবা নারী হওয়ায় একই গ্রামের মৃত গেজোর ছেলে মোঃ ইনার আলী
(৪০) তাকে প্রায়ই উক্ত্যক্ত করতে থাকে। এমনকি রাস্তাঘাটে বের হলে পিছু নিয়ে খারাপ মন্তব্য করে। এক পর্যায়ে ওই নারীকে কু-প্রস্তাব দেয় ইনার আলী।

তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বিভিন্ন প্রকার ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদান করে। ঘটনার বিষয়ে ওই নারী ইনার আলীর পরিবারের লোকজনকে জানায়।

শনিবার দুপুরে ইনার আলী ও তার স্ত্রী পারভীনা বেগম, মেয়ে ইয়াসমিন খাতুন ওই নারীর বাড়িতে এসে তার উপর হামলা চালায়। তারা ওই নারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত ও লাঠি দিয়ে মারপিট করে।

এসময় ছেলে সম্রাট বাঁধা দিতে আসলে ইনার আলী তাকে বাঁশের লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এতে সে গুরতর আহত হয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করেন।

বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এঘটনায় ইনার আলী ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী ওই নারী।

এব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার দায়িত্বরত অফিসার এসআই হাসানুর জানান, মারপিটের ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে পান হাটে অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধের দাবিতে পানচাষীদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পানের হাটে বিক্রেতাদের নির্ধারিত টোল ছাড়াও অতিরিক্ত টাকা আদায় বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করেছে স্থানীয় পানচাষীরা।

গত শনিবার বিকাল ৫টায় উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের ভবানীপুর পান হাটের কালীতলায় এই মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে মনোহরদীয়া ইউনিয়নের কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম গাজীপুর গ্রামের মোঃ আলম হোসেনসহ অংশ গ্রহণকারী পান চাষিরা বলেন, ভবানিপুর পান হাটে নিদিষ্ট হারে টোল আদায় করার পরেও কৃষকদের নিকট থেকে শতকরা ৫টাকা হারে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়। যা দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে।

প্রতিবাদ জানালে ব্যাপারিরা পান কেনা বন্ধ করে দেয়। আমরা এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাই। এ ব্যাপার অভিযোগ দিলে ২০০৬ সালে কয়েকজন ব্যাপারীর জেল জরিমানা হয় এবং কিছু দিনের জন্য এই অতিরিক্ত টাকা আদায় বন্ধ ছিল।

পরে আবার পান ব্যাপারী কাসেম, খলিল, রজন, সুমন দে, ঝন্টু, সুজিত কুমারের নেতৃত্বে একটি সিন্ডিকেট করে আবার অতিরিক্ত ৫% আদায় শুরু করে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এবার পান হাটের হাটের সরকারি ভ্যাটসহ ডাক হয়েছে ৩১ লাখ টাকা। সপ্তাহে প্রতি দিন হাট বসে এবং দিনে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার পান বিক্রয় হয়। তাছাড়া পানের ভরা মৌসুমে এ বিক্রির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়।

অত্র এলাকার কৃষকরা আরো জানান ঝিনাইদহ সদরে আরো পান হাট আছে। সেখানে ১০ হাজার টাকার পান বিক্রয় করলে শুধু ৩০ টাকা খাজনা লাগে, ঝিনাইদহ, হলিধানী, জালালপুর, বিন্নী পান হাট সহ আরো বিভিন্ন জায়গায় পানের হাট গুলো রয়েছে সেখানে অতিরিক্ত টাকা আদায় করে না।

কিন্তু ভবানীপুরসহ হরিণাকুণ্ডুর জোড়াদহ ও আমের চারা পান হাটে ১০ হাজার টাকার পান বিক্রয় করলে খাজনা ২০ ছাড়াও ৫ টাকা জোরপূর্বক ব্যাপারীরা আদায় করে। এই অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধের দাবিতে কৃষকদের পক্ষে স্থানীয় কৃষক বীর বসির আহম্মেদ জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত আবেদন করেছেন।

এব্যপারে জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা গোলাম মারুফ খান জানান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের নেতৃত্বে বাজার মনিটরিং কমিটি আছে তারাই এসব দেখভাল করেন, তবে পান হাটে অতিরিক্ত টাকা আদায় করলে অবশ্য সেটা অন্যায় এবং তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তাহেরহুদা ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মুঞ্জুর রাশেদ বলেন ব্যাপারীরা অতিরিক্ত আদায় করলেও দীর্ঘদিন ধরে এটা প্রচলিত রয়েছে হঠাৎ বন্ধ করতে গেলে বাজারের উপরে প্রভাব পড়বে। তবে ব্যাপারটি সুরাহা করা যায় কিনা আমি ঢাকা থেকে ফিরে এসে দুই পক্ষকে নিয়ে বসে চেষ্টা করবো।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম বলেন, বিষয়টি আমি জানি। শোনার পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সেখানে পাঠিয়েছিলাম। এটি যেন বন্ধ হয় তার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে আওয়ামীলীগের কাউন্সিল সমাবেশে দুটি পক্ষের সংঘর্ষে ৫ জন আহত

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলের সমাবেশস্থলে দুপক্ষের নেতা কর্মীলাদের মাঝে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে।
কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সমাবেশস্থলে পৌছানোর আগে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় ৫ জন আহত হয়েছেন।
আহতদের মধ্যে মহিবুল ইসলাম(৪৫)নামের সাবেক এক সেনা সদস্য মারাত্বক আহত হয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্রে ভর্তি হয়েছেন। এসময় সমাবেশস্থলে ব্যাপক চেয়ার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।
অঅজ রোববার (১০এপ্রিল) বেলা তিনটার সময় গাংনী হাইস্কুল মাঠে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
একটি সূত্র মতে জানা গেছে, কাউন্সিলের সভাপতি প্রার্থী ডাক্তার নাজমুল হক সাগর কিছু কর্মী সমর্থক সাথে নিয়ে মঞ্চের সামনে এসেই হট্টগন্ডগোল শুরু করেন। এক সময় তার কয়েক জন কর্মী বর্তমান সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনকে উদ্যেশ্য করে নানাভাবে কটুক্তি ও গালিগালাজ করে। এসময় সংসদ সদস্যের কর্মী সমর্থকরা প্রতিবাদ করেন। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এসময় উচ্ছৃংখল কর্মী সমর্থকরা মঝ্চের সামনে থাকা প্রায় অর্ধ শত চেয়ার ভাঙচুর করেন। পরে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকসহ পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থল তাদের নিয়ন্ত্রণে নেন।
গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সমাবেশস্থলে আসার আগেই স্থানীয় দুটি পক্ষের নেতা কর্মীরা সংঘর্ষে লিপ্ত হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উভয়পক্ষকে শান্ত করেন। পরে আবারো সমাবেশ শুরু হয়।
এব্যাপারে আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা জানান, ডাক্তার নাজমুল হক সাগর সমাবেশ স্থলে এসেই তার উচ্ছৃংখল লোকজন দিয়ে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরী করেন। তিনি তো গাংনীর রাজনীতির সাথে কখনো ছিলেন না। হঠাৎ সভাপতির পদ নেওয়ার জন্য এত উঠে পড়ে লেগেছেন উনি। মানুষের সাথে ঠিকমত না মিসেই এভাবে আওয়ামীলীগের মত একটা বৃহৎ রাজনৈতিক দলের পদ পাবেন এটা ভাবতেই তো অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। আজকে উনি লোকজন দিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরী করেছেন এতে করে

তো আগামী দিনে একটা বাজে পরিস্থিতি তৈরী করবেন উনি।
এব্যাপারে নাজমুল হক সাগরের সাথে কথা বলার চেষ্টা করা হলে উনি কাউন্সিল অধিবেশনে থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।
এব্যাপারে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভিাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেছেন, আওয়ামীলীগ একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল। এখানে পদপদবীর জন্য চেষ্টা সবাই করতে পারেন।কিন্তু জনগণের পাশে না থাকলে তাদের মেনে নেবে কেনো। সভাচলাকালিন সময়ে সভাপতি প্রত্যাশী একজন প্রার্থী তার কিছু কর্মী সমর্থক নিয়ে সমাবেশ স্থলে এসেই অপ্রিতিকর পরিস্থিতি তৈরী করলেন।তার কিছু উচ্ছৃংখল লোকজন দিয়ে সমাবেশ বাঞ্চালের চেষ্টা করেছেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আওয়ামীলীগের তৃণমুল থেকে আসা লোকজন তাদের নিবৃত্ত করেছেন। আজকের কাউন্সিল অধিবেশন সমাবেশে গাংনী থানা পাড়া এলাকার মহিবুল ইসলাম নামের সাবেক একজন সেনা সদস্য একটি উচ্ছৃংখল পরিবেশ তৈরী করলে স্থানীয় নেতা কর্মী তাকে প্রতিহত করেছে শুনেছি।

মুজিবনগরে আমেরিকান কালো শকুন সহ ৩ জন পাচারকারী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৪ টি আমেরিকান কালো শকুন (ব্লাক ভালচার) সহ ৩ জন পাচারকারীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

গত শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রতনপুর পুলিশ ক্যাম্পের সামনে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলমের নেতৃত্বে, এসআই অজয় কুমার কুন্ডু, সুলতান মাহমুদ সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় আমেরিকান কালো শকুন (ব্লাক ভালচার) সহ ৩ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়।

আসামিরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের লিয়াজ মল্লিকের ছেলে জাকের আলী,মুনসুর আলী ছেলে আজগর আলী এবং গোপালনগর গ্রামের

আলাই মণ্ডলের ছেলে মুজিবুর রহমান।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম বলেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে এসব বিদেশি পাখি ইন্ডিয়ায় পাচার করে আসছে। এরি ধারাবাহিকতায় শনিবার বিকেলে ৪টি আমেরিকান ব্লাক ভালচার ইন্ডিয়ায় পাচার করার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করেছি।

তিনি আরো বলেন, ৪টি পাখির বাজার মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা। কালো শকুন ইংরেজি নাম ব্লাক ভালচার এরা আমেরিকার কালো শকুন নামেও পরিচিত।

রবিবার মধ্যরাতে সেখানে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের নেতৃত্ব ভ্রাম্যমাণ আদালত বসানো হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত থেকে জানা গেছে, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ২০১২ এর ৩৪ এর ধারায় ৩ জনকে ১ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

রবিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের মাঠ থেকে আমেরিকান কালো শকুন গুলোকে অবমুক্ত করা হয়। এসময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, মুজিবনগরের ওসি মোঃ মেহেদী রাসেল, এসআই অজয় কুমার কুন্ডু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে পুলিশের দেওয়া ঘর পেলেন সখিনা খাতুন

“এখন পাকা ঘরে শুঁয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাবো, এটা ভাবতেই আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছি। রোদ বৃষ্টি আর ঝড় ঝান্ডায় কতদিন আতংকে রাত ও দিন কাটিয়েছি। ঘরে বৃষ্টির পানি চুঁয়ে পড়ে ভিজে যেতো সব কিছু। রাত জেগে বসে থাকতাম। ঝড়ের মাঝেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসে কাটিয়েছি রাত। এখন আর সেটা হবেনা। পাল্টে যাবে আমার জীবনের চালচিত্র।” এভাবেই প্রতিক্রিয়া জানালেন পুলিশের কাছ থেকে ঘর পাওয়া গৃহহীন সখিনা খাতুন (৫০)।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে গাংনী উপজেলার সানঘাট গ্রামের সলিম উদ্দীনের স্ত্রী অসহায় সখিনা পেলেন বাংলাদেশ পুলিশের দেয়া দৃষ্টিনন্দন বাড়ি ও জমি।

নিজের ঘর বাড়ি না থাকায় এক সময় স্থানীয় মেম্বর মজিরুদ্দীনের বাড়িতে থাকতাম। আমার স্বামী সলিম উদ্দীন লোকের জমিতে জনপাট খেটে খায়। দুই মেয়ে নিয়ে অভাব অনটন নিয়ে চলে আমার সংসার। এসময় তিনি পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পুলিশ বাহিনীর জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করেন।

আজ রবিবার দুপুর ১২ টার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জুম অনলাইনের মাধ্যমে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন উদ্বোধন ঘোষণা করেন ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যম গৃহহীনদের জন্য নির্মিত গৃহ হস্তান্তর করেন।

সারাদেশের ন্যায় গাংনী থানাতেও হেল্পডেস্ক ও গৃহহীনদের জন্য নির্মিত গৃহ হস্তান্তর করা হয়। গাংনী থানা কমপ্লেক্সে স্থাপিত শিশু, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুর রাজ্জাক, তদন্ত অফিসার মনোজিৎ কুমার নন্দী, সেকেন্ড অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাক, ও পুলিশ অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। থানাতে নারী ও শিশু নির্যাতন ডেস্ক সার্ভিসের জুমের মাধ্যেম শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উল্লেখ্য, মুজিববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশের ৫১৯ টি থানায় ৫২০ টি বাড়ি প্রদান করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুন্নু, সাধারণ

সম্পাদক মোমিন

মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে বোরহান উদ্দিন চুন্নু ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মোমিনুল ইসলাম মোমিনকে ঘোষনা করেছে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক।

শনিবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে সম্মেলনের ২য় অধিবেশন শেষে এ ঘোষনা দেন। সভাপতি হিসেবে গোলাম রসুল ও বোরহান উদ্দিন চুন্নু এবং সাংধারণ সম্পাদক পদে শহিদুল ইসলাম পেরেশান ও মোমিনুল ইসলাম মোমিন পদ প্রত্যাশা করেন।

নতুন সভাপতি বোরহান উদ্দিন চুন্নু এর আগে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। সাধারণ সম্পাদ মোমিনুল ইসলাম মোমিন বারাদি সাংগঠনিক ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার! পলাতক-১

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে মাহাবুল হক (৩২) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টেরপেয়ে পালিয়েছে মাহাবুলের সহযোগী শাহিন নামের আরেক মাদক ব্যবসায়ী।

জানাগেছে, শনিবার বিকাল সৌয়া ৫টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এসআই টিপু সুলতান, এএসআই আবু বক্কর সিদ্দীক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা পুরাতন বাজার সর্বজননীন দূর্গা মন্দিরের সামনে।

এসময় ৪৫ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ মাহাবুল হককে গ্রেফতার করে

পুলিশ। গ্রেফতারকৃত মাহাবুল হক দর্শনা পৌর এলাকার রামনগর গ্রামের কালিদাসপুর পাড়ার মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে।

এ অভিযানের সময় পুলিশি উপস্থিতি টেরপেয়ে পালিয়েছে মাহাবুল হকের সহযোগী দর্শনা কেরুজ কোয়ার্টারের এসপি কোয়ার্টারের বাসিন্দা নুরু মিয়ার ছেলে শাহিন।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে থানার অফিসার ও সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা পুরাতন বাজার সর্বজননীন দূর্গা মন্দিরের সামনে।

এসময় ৪৫ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল সহ মাহাবুলকে গ্রেফতার করা হয় এবং অভিযান কালে গ্রেফতারকৃত আসামীর এক সহযোগী পালিয়ে যায়।

উক্ত ঘটনায় দর্শনা থানায় মাদক উদ্ধার সহ একজনকে গ্রেফতার ও আরও একজনকে পালাতক আসামী দেখিয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকালই মাদক আইনে মামলাসহ মাহাবুলকে আদালতে সোপর্দ করেছে।